সমকাল

30 APR 2017

সাহিত্যে গণসমাজকে তুলে ধরেছেন হুমায়ুন আজাদ

স্মরণসভায় বক্তারা

সমকাল প্রতিবেদক

হুমায়ুন আজাদকে প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে অবহিত করা হলেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন জাতির চেতনা বিনির্মাণে। আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরত্ব দিয়েছেন। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, সমালোচনা, ভাষাবিজ্ঞান, কিশোরসাহিত্যসহ যা কিছুই তিনি লিখেছেন, তাতে উঠে এসেছে সমাজভাবনা ও দেশপ্রেম। তা চিরকাল আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

জাতীয় জাদুঘরের উদ্যোগে গতকাল শনিবার কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আজাদ স্মরণ সভা'য় বক্তারা এভাবে তাকে মূল্যায়ন করেছেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব আকতারী মমতাজ। কবি মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আকতার কামাল। আলোচনা করেন ঢাবি অধ্যাপক রফিক উল্লাহ খান ও কবি মাসুদুজ্জামান। জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

আকতারী মমতাজ বলেন, 'সমাজভাবনা ও দেশভাবনা হুমায়ুন আজাদকে তাড়িয়ে ফিরত। মাতৃভাষার প্রতি তার ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি তার লেখনীর মধ্য দিয়ে

পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৩

সাহিত্যে গণসমাজকে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।' অন্য বক্তারা বলেন, 'তিনি সত্যিকার অর্থেই প্রথাবিরোধী মানুষ ছিলেন। উপন্যাস ছিল তার বিতর্কের জায়গা। কবিতায় প্রেম, দেশপ্রেম, গ্রামের প্রতি তার টান বার বার উঠে এসেছে। প্রবন্ধে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন।' তারা আরও বলেন, 'আমাদের জাতিগত চেতনা বিনির্মাণে হুমায়ুন আজাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক চেতনাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবং সেগুলো তার সাহিত্যে উঠে এসেছে।'

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর